অ্যাম্বুলেন্সের অভাবে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ হওড়ায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া : সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসা ব্যবস্থাও পরির্বতন হয়েছে। এসেছে আধুনিক পরিষেবা। কিন্তু হাওড়ার লিলুয়ার সেই পরিবর্তনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কলুষিত করল সময়কে। যেখানে এখন পাড়ায় পাড়ায় অ্যাম্বুলেন্স সেখানে খোদ হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্সের অভাবে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ উঠল। হাওড়ার লিলুয়ার লিলুয়া জয়সওয়াল হাসপাতালের ঘটনা। মৃত বৃদ্ধের নাম শক্তিপদ সাহু (৭০)। বাড়ি হাওড়ার লিলুয়া থানার কুমোরপাড়া এলাকায়। জানা গিয়েছে, শক্তিপদবাবু সোমবার রাতে ঘুম থেকে উঠে জলের বদলে ভুল করে টিভির সামনে রাখা অ্যাসিডের বোতল থেকে অ্যাসিড খেয়ে নেয়। এরপরে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাকে ঘুসুড়ির তুলসীরাম লক্ষ্মীদেবী জয়সওয়াল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসক জানান, ঘণ্টা দুয়েক না কাটলে রোগীর অবস্থা কীকরকম বলা যাবে না। এরপর ঘণ্টা দুয়েক পরে রোগীর অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে রেফার করে জয়সওয়াল হাসপাতালের চিকিৎসকরা। কিন্তু শক্তিপদবাবুর বাড়ির লোক কোনও অ্যাম্বুলেন্স না পেয়ে তাকে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করতে পারেনি। এরফলে জয়সওয়াল হাসপাতালে পড়ে থেকে তার মৃত্যু হয় বলে শক্তিপদবাবুর ছেলের অভিযোগ। তিনি জানান, মঙ্গলবার তার বাবাকে রেফার করার পর তারা যখন হাসপাতালের কাছে তখন অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভাররা জানান, তারা কেউ কাছাকাছি নেই তাই আসতে অনেক দেরি হবে। জয়সওয়াল হাসপাতালে সুপার সুখেন্দু বিশ্বাস জানিয়েছেন, বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স না গেলে তাদের বলার কিছু নেই। তবে তিনি জানান, জয়সওয়াল হাসপাতালে কোনও সরকারি অ্যাম্বুলেন্স নেই। একটি অ্যাম্বুলেন্স আছে তা মা ও শিশু কল্যাণ প্রজেক্টর আওতাধীন। এক বছরের নিচের বাচ্চাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সেক্ষেত্রে হাসপাতালে সাধারণ রোগীদের রেফার করার মতো কোনও অ্যাম্বুলেন্স নেই।

সুডোকু মেলাও

বুদ্ধি বাড়াও

7			9	4		8		
1		5		8	6			3
						4		
		9			1			8
6								2
4			7			5		
		2						
3			6	7		1		5
		6		3	4			7

গতকালের সমাধান

3	9	2	6	7	4	8	1	5
6	7	5	1	9	8	3	4	2
4	1	8	5	3	2	9	7	6
1	8	4	9	2	7	5	6	3
2	6	9	3	1	5	4	8	7
7	5	3	4	8	6	1	2	9
9	2	7	8	5	1	6	3	4
8	3	6	7	4	9	2	5	1
5	4	1	2	6	3	7	9	8

আবহাওয়া

পূর্বাভাস: বুধবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে যথাক্রমে ২৯ ডিগ্রি ও ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। **তাপমাত্রা:** মঙ্গলবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ২৯ ডিগ্রি ও ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। **আপেক্ষিক আর্দ্রতা:** সর্বাধিক ৮৯ শতাংশ। **সূর্যোদয়:** ঘ ৫।০৭, **সূর্যাস্ত:** ঘ ৬:৭১ **জোয়ার:** বিকেল ৪:১৪। **ভাঁটা:** সকাল : ১১:৩০।

— সমাধানের নিয়ম —

এমন ভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে যেন প্রতিটি সারিতে ও প্রতিটি কলমে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

সোনা-রুপোর বাজার দর

	টাকা
পাকা সোনা (১০ গ্রাম):	৩০,২৫৫
গহনা সোনা (১০ গ্রাম):	২৮,৪০৫
হলমার্কগহনা: (২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম):	২৯,১৩৫
রুপোর বাট (প্রতি কেজি):	৩৯,৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি):	৩৯,৬০০

সৌজন্যে: পশ্চিমবঙ্গ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন বাজার দর (মূল্যযুক্ত কর আলাদা)।

বিজ্ঞপ্তি

এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপন ও তার বিষয়ে কোনও দায়িত্ব আমরা স্বীকার করি না এবং আমাদের ওপর বর্তায় না।

- সম্পাদক

শেয়ার সূচক

BSE	37,606.58	▲	(+112.18)
NIFTY	11,356.50	▲	(+36.95)

শব্দলিপি- ১২৬৯

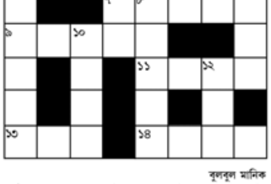

বুলবুল মানিক

পাশাপাশি ঃ ১। দারুন বোকা ৪। চিলে জামা ৬। ভবিষ্যৎ ৭। মেঘ ৯। শক্তি ১১। তালকানা স্ত্রীলোক ১৩। নুন ১৪। সূর্যকিরণ

উপরনীচ ঃ ২। কান্দাহারের প্রাচীন নাম ৩। সোমের পরবর্তী দিন ৪। '— নয় দাদরা বাজাও' ৫। অনুমান ৬। রনবলযুক্ত ৮। অশ্বারোহী সৈন্যদলের অধিনায়ক ১০। ভয়ংকর ১২। হিরে

সমাধান ঃ শব্দলিপি - ১২৬৮

পাশাপাশি ঃ ১। উদ্দীপনা ৩। বাকল ৬। শাকটিক ৮। উদারমন ১০। দানসাগর ১২। রঘুকুল ১৪। অসিত ১৫। কোকনদ

উপরনীচ ঃ ১। উপর উপর ২। পত্রাঙ্কুর ৪। করোটি ৫। দশানন ৭। কলুর বলদ ৯। মদালস ১১। সামরিক ১৩। ঘুনসি

কে হবেন বিশ্বভারতীর স্থায়ী উপাচার্য, চলছে জল্পনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, শান্তিনিকেতন : বিশ্বভারতীতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে দিল্লিতে সাক্ষাৎকার পর্ব শুরু হতেই জোর জল্পনা তৈরি হয়েছে বিশ্বভারতীর অন্দরে। দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বভারতীতে নেই স্থায়ী উপাচার্য। নেই স্থায়ী কর্মসচিব। ফলে বহু উন্নয়নমূলক কাজ, মউ স্বাক্ষর, নিয়োগ, পদোন্নতি প্রভৃতি কাজে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। আবার ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি নিজেদের লোককে উপাচার্য করে পাঠাতে চাইছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তাই কে হবেন বিশ্বভারতীয় উপাচার্য, সেদিকেই নজর রয়েছে সকলের।

দু'বছরের বেশি সময় ধরে উপাচার্য, কর্মসচিবের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে ভারপ্রাপ্তরা রয়েছেন। ফলে বিশ্বভারতীর বহু কাজ আটকে পড়ে আছে। অনেক কর্মী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকার পদোন্নতি আটকে রয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিও বন্ধ হয়ে পড়েছে।

কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সুপারিশের ভিত্তিতে ২০১৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বিশ্বভারতীর উপাচার্য সুশান্ত দাশগুপ্তকে বরখাস্ত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন পরিদর্শক তথা রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। এরপর থেকেই সহ-উপাচার্য স্বপন কুমার দত্ত সেই পদে অস্থায়ীভাবে দায়িত্ব নেন। তাঁর মেয়দ শেষ হয়ে গেলে।

বিশ্বভারতীয় অধিকর্তা সবুজকলি সেনকে উপাচার্যের দায়িত্ব দেয় কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। একইভাবে বিশ্বভারতীর কর্মসচিব ডি গুণশেখরণ ইস্তফা দেওয়ার পর থেকে ওই পদে স্থায়ী কোনও কর্মসচিব নেই দীর্ঘদিন। বিশ্বভারতীর মতো একটি আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য ও কর্মসচিবের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ দুটি দুই বছরের বেশি সময় ধরে অস্থায়ী হিসাবেই পড়ে রয়েছে। এরফলে চরম সমস্যায় পড়েছেন কর্মী থেকে শুরু করে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, আধিকারিকরাও। অনেকেরই পদোন্নতি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে। এমনকী, বহু জায়গায় নিয়োগ প্রক্রিয়াও স্থগিত হয়ে আছে।

প্রসঙ্গত, কোনও ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য, কর্মসচিবের কোনও পদোন্নতি, নিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষর, কোনও বড় অঙ্কের আর্থিক বরাদ্দ, কোনও বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে আইন প্রণয়ন করতে পারেন না। তাই এই বিষয়গুলি বন্ধ হয়ে পড়েছে অনেকদিন ধরে। এককথায় বিশ্বভারতীতে উন্নয়নে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, এবার বিশ্বভারতীতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে দিল্লিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বভারতীর একাংশের বক্তব্য, ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে বিশ্বভারতীতে নিজেদের লোককে উপাচার্য করে পাঠাতে চাইছে বিজেপি। এদিকে, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও কয়েকজন অধ্যাপক, অধ্যাপিকা উপাচার্যের দৌড়ে রয়েছেন। রাজ্যের একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীতে কে হবেন উপাচার্য এখন সকলের নজর সেদিকেই। যদিও, এই বিষয়ে এখনই কেউ কিছু বলতে নারাজ।

আবহাওয়ার দোলাচলে ইলিশের দেখা নেই, অপেক্ষা মৎস্যজীবীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ : কোথায় গেল ইলিশ! এই প্রশ্ন সমুদ্রে সে সমস্ত ট্রলার ফিসিংএ যাচ্ছে তাদের এবং, যারা এই বর্ষায় বাজারে ব্যাগ হাতে যাচ্ছেন তাদেরও, ১৪ জুনের পর দুএকটি ট্রিপে কিছু কিছু ইলিশ পাওয়া গেলেও গত এক সপ্তাহ ধরে ইলিশ পাওয়া যাচ্ছেনা। প্রথম সমুদ্রের আবহাওয়া গত প্রায় কুড়ি দিন যাবৎ সমুদ্র এতটাই উত্তাল যে কোনওভাবে ফিসিং করা যাচ্ছে না তার উপর তিনটি ট্রলার এবং উনিশজন মৎস্যজীবীর নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় আতঙ্কিত মৎস্যজীবীরা।

গত মরশুমে এই সময় কাকদ্বীপ, নামখানা থেকে কয়েকশো টন ইলিশ আমদানি হয়েছিল। প্রায় প্রত্যেকটি ট্রলার ভাল আয় করেছিল। সেই দেখে এ মরশুমে প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ নতুন ট্রলার তৈরি হয়। এক মালিক সুভাষ দাস, বাড়ি অক্ষয়নগর। তিনি জানালেন একটি নতুন ট্রলার তৈরি করে জাল, বরফ, তেল মৎস্যজীবীদের দাদন এবং অন্যান্য খরচ বাবদ প্রায় এক কোটি টাকা লাগে। এই মরশুমে এখনও ১০/১৫ শতাংশ ব্যবসা হয়নি। শ্রাবন মাসের অর্ধেক সমুদ্রে মাছের দেখা নেই। কি হবে বলা যাচ্ছে না।

জাল সারাই করছেন মিলন দাস। প্রায় চল্লিশজন লোক একটি খাতায়। গত বছর মাছে চাপ ছিল। ৫০০ টাকা করে রোজে জাল সারিয়েছেন। সুন্দরবনের রায়দিঘি, কাকদ্বীপ,নামখানা এলাকায় প্রায় ৯৫ শতাংশ মৎস্যজীবী। ট্রলারকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার মানুষের জীবন জীবিকা চলে। ইলিশ মাছই প্রায় ৮০ শতাংশ অর্থের জোগান দেয়।

সেই মাছ যদি ধরা না দেয় তাহলে দক্ষিণ সুন্দরবনের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা সহজেই বোঝা যায়। মৎস্যজীবী সমিতির কর্মকর্তাদের বক্তব্য, সমুদ্রের গতিপ্রকৃতি ভাল নয়। ইলিশ হচ্ছে না তা নয়, তবে তা সামান্য। সমুদ্রের আবহাওয়া ঠিক না হলে কিছু বলা যাচ্ছে না। এখন শুধুই অপেক্ষা, কবে সমুদ্রে ইলিশের ঝাঁক দেখা

স্কুলে বায়োমেট্রিক পদ্ধতি চালু

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া : বয়োমেট্রিক পদ্ধতি চালু হল হাওড়া চামরাইল হাই স্কুলে। এতদিন শহরের বিভিন্ন সরকারি অফিস এবং বিভিন্ন স্কুলে এই পদ্ধতি চালু থাকলেও মূলত গ্রামীণ এলাকায় এই বায়োমেট্রিক পদ্ধতির সিস্টেম এই প্রথমে। দীর্ঘদিন ধরেই ওদের একটা ইচ্ছে ছিল যে এই ধরনের আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা যায় কি না। কিন্তু এতদিন কর যায়নি। অবশেষে সেইটা সম্ভব হল এবং বায়োমেট্রিক সিস্টেম চালু হল চামরাইলের স্কুলে। তারা আশা করছেন যে আস্তে আস্তে ইস্কুলের যারা শিক্ষক বা শিক্ষিকা বা শিক্ষাকর্মী তারা যাতে এই পদ্ধতি ব্যবহারের করে এই পদ্ধতিকে উপযোগী হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। এটাকে ব্যবহার উপযোগী করতে পারেন সেজন্য তাঁরা আশা করছেন। এটা হলে সুবিধা হবে সেটা হল যে নির্দিষ্ট সময় যাতে কেউ উপস্থিত হচ্ছেন বা কেউ কোন সময় বেরিয়ে যাচ্ছেন অফিস থেকে সেইগুলো নথিভুক্ত হয়ে যাবে। নথিভুক্ত হয়ে যাবে এই বায়োমেট্রিক সিস্টেমের মাধ্যমে। এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

হাওড়ায় মাদকদ্রব্য উদ্ধার, গ্রেফতার ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া : হাওড়া মাদক দ্রব্য উদ্ধারের ক্ষেত্রে বড়সড় সাফল্য পেল হাওড়া সিটি পুলিশ। গত সোমবার রাতে সিটি পুলিশ অভিযান চালিয়ে গাঁজা উদ্ধার করে। গাঁজা পাচারের অভিযোগ গ্রেফতার করা হয়েছে এক ব্যক্তিকে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম পাপু সাউ। সিটি পুলিশের গোয়েন্দা দফতরের কাছে গোপন সূত্রে আগে থেকে খবর ছিল গাঁজা পাচারের। সেই মতো গত সোমবার রাতে গাড়ি তল্লাশি চালায় পুলিশ। হাওড়ার চ্যাটার্জিহাট থানা এলাকার ডুমুরজলার কাছে রিং রোডে একটি গাড়িকে সন্দেহ হওয়ায় তল্লাশি চালায় পুলিশ। সেই গাড়িতে থেকে উদ্ধার হয় ২২ কেজি ১০০ গ্রাম গাঁজা। গ্রেফতার করা হয় গাড়ির ড্রাইভার পাপুকে। পুলিশ জানতে পেরেছে ধৃত পাপু একজন হাইজ্যাকার। তার বিরুদ্ধে মামলা আছে। গোয়েন্দা পুলিশ তাকে নিজেদের হেফাজতে নিতে চাইছে। তার সঙ্গে কে বা কারা যুক্ত তা খতিয়ে দেখতে চাইছে। এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক মাদক কারবারিদের যোগ আছে কি না তাও ক্ষতিয়ে দেখতে চাইছে পুলিশ।

মেটাল মার্চেন্ট-এর ২৫ বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে। দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠ প্রেক্ষাগৃহে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানে শুভ সূচনা করেন ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই ও শ্রীযুক্ত তপন কুমার। অনুষ্ঠানে দুঃস্থদের হুইল চেয়ার ও ট্রলি বিতরণ করা হয়।

পদবির ভুলে বন্ধ রেশন, অনাহারে দিন কাটছে দুলুর

নজস্ব সংবাদদাতা, রামপুরহাট : পদবির ভুলে বন্ধ রেশন। বন্ধ সমস্ত সরকারি সুবিধা। বাড়ি বলতে দু'টি বাঁশের উপর ত্রিপল খাটানো। ত্রিপলের ফুটো দিয়ে চাঁদ দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়েন নিজেই জানেন না। কেউ কিছু দিলে খান, না হলে পেটে গামছা বেঁধে শুয়ে পড়েন। এভাবেই দিন কাটাচ্ছেন বীরভূমের মল্লারপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাকাগড়িয়ার বাসিন্দা এক মহিলা।

দুলু মুর্মু। বছর ষাটেকের অবিবাহিতা এই মহিলা বাবার সঙ্গে থাকতেন। বাবা মারা যাওয়ার পর এখন একা। রেশনে যে খাবার পাওয়া যেত তাতেই চলত তাঁর পেট। কিন্তু, রেশন কার্ড ডিজিটালে বদলে যেতে বদলে গেছে তাঁর জীবনও। ভোটার কার্ড এবং আধার কার্ডের দুলু মুর্মু থাকলেও ডিজিটাল রেশন কার্ডে মুর্মু-র জায়গায় হয়ে গিয়েছে লেট। আর সেকারণেই বন্ধ রেশন। মহিল জানান, ডিলার তাঁকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন পদবিতে ভুল থাকায় রেশন দেওয়া যাবে না। ফলে প্রায় একবছর ধরে রেশন বন্ধ। গ্রামের লোক মাঝে মধ্যে খেতে দিলে তাই খেয়ে পেট ভরান। এবিষয়ে, ডিলার অমৃত ঘোষ বলেন, 'আমি সঠিক কার্ড দেখলে তবেই সামগ্রী দিই। ওই মহিল রেশন সামগ্রী নিতেই আসেননি।'

জানা যাচ্ছে, পদবির ভুলে শুধু রেশন বন্ধ নয়, মহিলা পাননি বার্ধক্যভাতাও। মেলেনি সরকারি আবাস যোজনার বাড়িও। তাই ফাঁকা জায়গার উপর কয়েকটি বাঁশে প্লাস্টিকের ত্রিপল ঝুলিয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই করেছেন। ত্রিপল ফুটো হয়ে অবিরাম জল পড়ে ভিতরে। পঞ্চায়েতে সহায় প্রকল্পে শতাধিক অসহায় মানুষকে খাবার দেওয়া হলেও তাদের নজর পড়েনি দুলুর দিকে।

তিনি বলেন, 'আগে দিনমজুরি করতাম। খেতেও পেতাম। কিন্তু, পদবির ভুলে ডিলার আর রেশন দেন না। কোথায় রেশন কার্ডের নাম সংশোধন করতে হয় তাও জানি না। ফলে এখন কেউ দিলে তবেই খেতে পাই। না দিলে অনাহারে থাকি। দিন দিন চোখেও কম দেখছি। ফলে আগামীদিন কীভাবে যে চলতে তা বুঝতে পারছি না।'

এবিষয়ে ময়ূরেশ্বর ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ধীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ওই মহিলা আমার কাছে এসেছিলেন। আমি ওনাকে বলেছি বিডিও অফিসে গিয়ে কার্ডের নাম ঠিক করতে হবে। শুধুমাত্র নামের ভুলে রেশন পাচ্ছেন না উনি। বাড়ি কিংবা সরকারি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন না। তবে আমরা দ্রুত সমস্যার সমাধান করব। ওই মহিলাকে সহায় প্রকল্পে একবেলা খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করব।'

ক্রেতা সেজে পাচারকারীকে ধরল পুলিশ, উদ্ধার কোটি টাকার হেরোইন

নিজস্ব সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : জঙ্গিপুর থেকে উদ্ধার এক কোটি টাকার হেরোইন। ক্রেতা সেজে জাল বিছিয়ে এক কেজি হেরোইন সহ এক পাচারকারীকে গ্রেফতার করল রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম কাবিরুল ইসলাম। বাড়ি লালগোলা থানার মুদাদুপুরে। সোমবার তাকে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তিনদিনের পুলিশি হেফাজত দিয়েছেন।

অনেকদিন ধরেই লালগোলা হেরোইন কারবারের স্বর্গরাজ্য। রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, কাবিরুল দীর্ঘদিন ধরে এই মাদকচক্রের সঙ্গে জড়িত। দু-তিন থানার পুলিশকে বোকা বানিয়ে জেলা ও ভিনরাজ্যে হেরোইন পাচার করছিল। রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ ক্রেতা সেজে ফোন করে কাবিরুলকে। এক কেজি হেরোইনের টোপ দিতেই সে গিলে নেয়। তাকে বলা হয়, হাসপাতালের গেটের সামনে অপেক্ষা করবে। সেই মতো এক কেজি হেরোইনের প্যাকেট সহ দাঁড়িয়ে ছিল কাবিরুল। চারিদিক থেকে তাকে ঘিরে রাখা হয়েছিল। এরপর এক পুলিশকর্মী সাদা পোশাকে ক্রেতা সেজে হেরোইন চায়। হেরোইনের প্যাকেট হাতবদলের সময় তাকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, কাবিরুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কিছু তথ্য মিলেছে। মাদকচক্রের অন্য পাণ্ডাদের পাকড়াও করতে পুলিশ কাবিরুল ইসলামকে তিনদিনের পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে।

বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ৫২ লক্ষ টাকার সোনা উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁশঘাটা : বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে সোনার বিস্কুট উদ্ধার করল বিএসএফ। ঘটনাস্থলে উত্তর ২৪ পরগনার বাঁশঘাটা সীমান্ত। ঘটনায় দুই পাচারকারীকে চিহ্নিত করা গেলেও তাদের গ্রেফতার করা যায়নি। তবে উদ্ধার হয়েছে ১৬টি সোনার বিস্কুট। বিএসএফের তরফে বলা হয়, ওই সোনার বিস্কুটগুলির বাজারমূল্য ৫২ লাখ ৩০ হাজার ৮৮৮ টাকা।

সম্প্রতি কালিয়ানি সীমান্তকে ক্রাইম ফ্রি বর্ডার হিসেবে ঘোষণা করেছে ভারত-বাংলাদেশ। দুই দেশের সীমান্তেরক্ষী বাহিনী অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে যৌথ সীমান্ত রক্ষায়। তারপরও সে ওই সীমান্ত অপরাধ কমেনি, একের পর এক ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কালিয়ানি সীমান্ত থেকে বাঁশঘাটার দুরত্ব খুব বেশি নয়। সোমবার গণেশ মণ্ডল এবং সৌরভ মণ্ডল নামে দুই পাচারকারী সীমান্তের কাঁটাতারের কাছে ঘোরাঘুরি করছিল। তাদের দেখে সন্দেহ হয় বিএসএফ জওয়ানদের। ক্ষেতের মধ্যেই তাদের চ্যালেঞ্জ করেন বিএসএফ জওয়ানরা। কিন্তু বর্ষায় লম্বা পাটখেতের সুযোগ নিয়ে চম্পট দেয় ওই দুই দুষ্কৃতী। ফেলে রেখে যায় একটি টিফিন কৌটো। তা থেকে উদ্ধার হয় সোনার বিস্কুট গুলি। পুরো ঘটনাটি জানানো হয়পুলিশকেও। গণেশ এবং সৌরভের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। এর আগে ৬ জুন বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে নৌকায় এক ব্যক্তি ভারতে ঢোকার চেষ্টা করে। বিষয়টি নজরে পড়ে বিএসএফের। বিএসএফের জওয়ানরা আটক করে ওই ব্যক্তিকে। জানা যায়, তার নাম কমল মাজি। সে বনগাঁর হালদার পাড়ার বাসিন্দা। তার কাছে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় সোনার বাঁট। যার বাজার মূল্য প্রায় ৬৩ লাখ টাকা। এরপরই গ্রেফতার করা হয় কমলকে। অন্যদিকে, আমুদিয়া সীমান্তেও বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা এক সন্দেহজনক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। জানা যায়, ওই ব্যক্তির নাম বাবুলাল বিশ্বাস। স্বরূপনগরের আমুদিয়া বাসিন্দা সে। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় চারটি সোনার বিস্কিট এবং দুটি সোনার বাঁট। যার বাজার মূল্য প্রায় ২৩ লাখ টাকা। বিএসএফ গ্রেফতার করে বাবুলালকেও।

বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে যেভাবে রাজ্যে সোনার বিস্কিট পাচারের ঘটনা ঘটছে তাতে চিন্তিত প্রশাসন।

বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা। এদিকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা সর্তকবার্তা পাঠানোয় সীমান্তে নিরাপত্তা আরও বাড়িয়েছে বিএসএফ।

বাসভাড়া বৃদ্ধিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া : হাওড়া জেলায় অস্বাভাবিক বাসের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে হাওড়া জেলাশাসকের কাছে এবং আর,টি,ও-র কাছে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দেওয়া হয় এসইউসিআই (সি) হাওড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে মঙ্গলবার। সংগঠনের সক্রিয় সদস্য নিখিল বেরা জানান, হাওড়া জেলার বাসভাড়া যেভাবে বেড়েছে তাতে সাধারণ মানুষ অসুবিধায় পড়েছেন। একলাফে পরপর অনেকটা ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদেই তাঁরা এই কর্মসূচি নিয়েছেন।

হাওড়ায় ফুটবলারদের ফুটবল প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া : হাওড়া ফ্রেন্ডস ক্লাবের পক্ষ থেকে মোহনবাগান দিবস পালন করা হল। সেই উপলক্ষে জেলার প্রতিভাবান ফুটবলারদের প্রত্যেককে চারটি করে ফুটবল উপহার দেওয়া হল। এই অনুষ্ঠানে জেলার উঠতি ফুটবলারদের উৎসাহ প্রদানও করা হল।

মোহনবাগান ফ্রেন্ডস ক্লাবের এই অনুষ্ঠানে মোহনবাগান ক্লাবের কর্মকর্তা সৃঞ্জয় বসু, দেবাশিস দত্ত, শিল্পপতি অসিত চ্যাটার্জি ও হাওড়া পুরসভার ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তিলকেশ মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন।

সংশোধনী

কেআইসি মেটালিক্স লিমিটেডের বিজ্ঞাপনটি এই পত্রিকায় ২৯ জুলাই ২০১৮ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে ক্রমিক সংখ্যা ৬-এ শেয়ার প্রতি আয় (প্রত্যেকটি শেয়ারের ফেসভ্যালু ১০টাকা) কলমের সমাপ্ত ৩ মাসের ৩০.৬.২০১৮ তারিখের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের প্রথম কলমে ১২.২৪ স্থানে ১৩.২৪ পড়তে হবে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

CHANGE OF NAME

I, TANMOY PATRA SON OF LAKSHMI KANTA PATRA RESIDENT OF GHOLA PURBA, P.S. GANGNAPUR, NADIA, PIN-741233, W.B. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS "TANMOY CHINTAPATRA SON OF LAKSHMI KANTA CHINTAPATRA" VIDE AN AFFIDAVIT BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 31/07/2018 .

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that the below mentioned Sub Broker / Authorised Person is no longer affiliated as Sub Broker / Authorised Person of Kotak Securities Limited.

Sub Broker/ Authorised Person Name	Trade Name	Exchange Registration Numbers of Sub Broker /Authorised Person	Address of Sub Broker/Authorised Person
GOUTAM MONDAL	GOUTAM MONDAL	NSE - AP029178381 BSE - AP0106730140182	MADANPUR PASCHIM DHAP DHAPI BARUIPUR SOUTH 24 PARGANA WEST BENGAL 743387

Please note that above mention Sub Broker (SB)/Authorised Person (AP) is no longer associated with us. Any person henceforth dealing with above mention SB/AP should do so, at their own risk. Kotak Securities Ltd. shall not be liable for any such dealing. In case of any queries for the transactions till date, investors are requested to inform Kotak Securities Ltd. within 15 days from the date of this notification, failing which it shall be deemed that there exists no queries against the above mentioned SB/AP.

kotak Kotak Securities Limited. Registered Office: 27 BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051. CIN: U99999MH1994PLC134051, Telephone No.: +22 43360000, Fax No.: +22 67132430. Website: www.kotak.com / www.kotaksecurities.com. Correspondence Address: Infinity IT Park, Bldg. No 21, Opp. Film City Road, A K Vaidya Marg, Malad (East), Mumbai 400097. Telephone No: 42856825. SEBI Registration No: NSE INB/INF/INE 230808130, BSE INB 010808153/INF 011133230, MSE INE 260808130/INB 260808135/INF 260808135, AMFI ARN 0164, PMS INP000000258 and Research Analyst INH000000586. NSDL/CDSL: IN-DP-NSDL-23-97.